ব্রজেন দাসের কথা

অনন্যা ১৬-৩১, ডিসেম্বর ১৯৯১

ইংলিশ চ্যানেল — এখনকার দূরপাল্লার সাঁতারুদের মনে দোলা না দিলেও দশক দুই আগেও তা পার হওয়া ছিলো সাঁতারুদের জন্য পরম আকাঙ্খিত। এশিয়ার মধ্যে প্রথম যিনি এই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন তিনি হচ্ছেন ব্রজেন দাস। পরবর্তীতে তিনি মোট ছ'বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন। একদিন সন্ধ্যায় মুখোমুখি হলাম সেই প্রখ্যাত সাঁতারুর, তাঁর সাঁতার জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা শুনবো বলে। আচার-আচরণে ও চেহারায় সরল ও সাধারণ মানুষ ব্রজেন দাস। পঞ্চাশোর্ধের খাটো চেহারাটা এখন বেশ ভারী। তিনি পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছেন, বহু জায়গায় ঘুরেছেন, মিশেছেন কতো প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। তাই তার অভিজ্ঞতারও শেষ নেই। কতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার ঝুলিতে, সব কিছু এক বৈঠকে শেষ করা ! অসম্ভব। তবে এখানে স্মরণীয় কিছু অভিজ্ঞতার কথা উপস্থাপন করা হলো — 'প্রথমে ছোটবেলার একটি ঘটনা বলি। ঢাকায় বিক্রমপুরে আমার জন্ম। বাবা হরেন্দ্র কুমার দাস ওখানকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ছোটবেলায় আমি ছিলাম খুব মুডি, ধীর, স্থির ও জেদী প্রকৃতির। বয়স যখন চার — তখন বাবা থাকেন ঢাকা শহরে। আমি ও মা দেশের বাড়িতে। বাড়িতে যে কাজের ছেলেটি থাকে সে প্রতিদিনই কাজের ফাঁকে ছিপ ফেলতো পুকুর ঘাটে। একদিন ও খেতে গেলে আমিই চুপি চুপি ছিপ ফেললাম। কিছু সময় কাটলো। হঠাৎছিপ হাত ছেড়ে চলে যেতে চায়, আমিও নাছোড়। কিন্তু বড় বেশি টান, জলে পড়লাম ছিপ তখনও হাতে। ছিপ ছাড়বো কেন ? হয়তো চিৎকার করেছিলাম — মা ছুটে এসে আমার থেকেও বেশি হৈ চৈ বাধিয়ে জল থেকে আমাকে তুলে আনলেন। ছিপ তখনও আমার হাতে এবং ছিপের সুতোর মাথায় গাঁথা ইয়া বড় এক শোলমাছ। জলে বিপদ সেই প্রথম টের পেলাম এবং বিপদের মোকাবেলায় সেই সাঁতার শুরু। সাঁতার শেখার ব্যাপারে আধুনিক টেকনিক বা পদ্ধতি প্রথম শেখালেন গুরু প্রফুল্ল ঘোষ ও শ্যামাপদ গোস্বামী। ওরাই আমার শিক্ষা গুরু এবং সাঁতার শিখেছিও। কলকাতায় ১৯৫৪ থেকে '৫৬ সালের কথা বলি। ১৯৫৪ থেকে '৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে যতোগুলো সাঁতার প্রতিযোগিতা হয় সবটাতেই আমি প্রথম হই। এর মাঝে ১৯৫৫ সালে এক মজার ঘটনা ঘটলো। ঢাকায় তখন কোনো সুইমিংপুল ছিলো না। দেশে তখন '৯২ ধারা' যা কিনা অনেকটা মার্শাল 'ল' এর মতো, তাই চলছে। চিফ্ সেক্রেটারি এম, এম, খান খুব সিরিয়াস মানুষ। সত্যিকারের ক্রীড়া রসিক ও খেলা পাগল। তিনি একদিন ডেকে আমাদের বললেন, দেখো মাস তিনেক বাদে পাকিস্তান অলিম্পিকের আসর জমছে ঢাকায়। পূর্ববঙ্গের ছেলেরা কোনো ইভেন্টে সকলকে টেক্কা দিতে পারবে বলে তোমরা মনে কর ? বললাম সাঁতারে বাংলার ছেলেদের কেউ রুখতে পারবে না। আমাদের কথায় মাত্র আড়াই মাসে একটা আধুনিক সুইমিংপুল গড়ে তুলে প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন তিনি। সেবার আমি ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার প্রতিযোগিতায় প্রথম হই।

খান সাহেব খুশী হলেন, বুঝলেন আমি তাকে কোনো মিথ্যে আশ্বাস দেইনি। নিজের বঞ্চনার কথা বলতে ভালো লাগে না। মনে হয় আমি তো তবু আমার বঞ্চনার কথা সকলকে বলতে পারছি, কতো হতভাগ্য আছে তারা তো সে সুযোগও পাচ্ছে না। ১৯৫৬ সালে দেশের জাতীয় চাম্পিয়ন হয়েও মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারিনি। তা নিয়ে বুকের মাঝে আজও কষ্ট অনুভব করি। তখন পাকিস্তান দল গঠন করা হয়েছিলো ৪ জন সেনাবিভাগের সাঁতারুকে নিয়ে। '৫৬ সালে খবরের কাগজে প্রকাশিত এক সাঁতারুর অসাফল্যের সংবাদ আমাকে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে উদ্বুদ্ধ করলো। খবরটা পড়ার পর থেকে ভাবছি যেভাবেই হোক আমাকে ইংলিশ চ্যানেল পার হতেই হবে। '৫৭, জুলাই প্রথম ট্রায়াল। পুলে এক নাগাড়ে ১২ ঘণ্টা সাঁতার কাটলাম। নদীতেও পরের মাসে। ২৬ মাইল সাঁতার কাটলাম পুলে। পরবর্তীতে ঠিক করলাম অবিরাম ৪৮ ঘণ্টা সাঁতার কাটবো। কথা মতো কাটলাম। পরবর্তীতে '৫৮ সালে ২৮ মার্চ রাত দুটো কুড়ি। পদ্মার পাড়ে হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলাম। সকাল-দুপুর-বিকাল হলো, আমি সাঁতার কেটে চলেছি, হঠাৎ ঝড় উঠলো। বছরের প্রথম কালবৈশাখী। প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে লঞ্চ ডুবে গেলো। সবাই বার বার আমাকে ষ্টীমারে উঠে আসতে বলছে, ইচ্ছে না থাকলেও আমি শেষ পর্যন্ত উঠে আসতে বাধ্য হলাম। ১৩ ঘণ্টা সেদিন সাঁাতার কেটেছিলাম। লক্ষ্য ছিলো মাত্র আধ মাইল দূরে। বহু প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির পরে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে লণ্ডনে পৌঁছলাম। এয়ারপোর্টে পাকিস্তান হাইকমিশনের পক্ষে

আমাকে রিসিভ করে। পৌঁছলাম ডোভার। ডোভারে অপেক্ষা করছি চ্যানেল পার হওয়ার জন্য। এমন সময় আমন্ত্রণ পেলাম ইটালী মিশরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সাঁতার প্রতিযোগিতায়। জল উষ্ণ দূরত্ব ৩৩ কিলোমিটার। চ্যানেল সাঁতরাবার তখনও একমাস বাকি। আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। দূতাবাসের মাধ্যমে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম। সুন্দর দ্বীপ ক্যাপরি থেকে সাঁতার শুরু হবে। সেখান থেকে নেপলাসে গিয়ে পৌঁছতে হবে। আমি অ্যামেচার গ্রুপে সাঁতার কাটবো। আমি একমাত্র ..... এশিয়াবাসী। যাইহোক একটি বোট দেওয়া হলো, ওই বোটেই আমার ম্যানেজার মহসীন ভাই। বোটটি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৫ ঘণ্টা উপরে গেছে লক্ষ্য মাত্র আধ মাইল। কিন্তু তখনই ষ্টীমার থেকে আমাকে বলা হলো চলার পথ বদলাতে। ম্যানেজার আপত্তি জানালেন। ওরা ওদের যুক্তি দিলো। কিন্তু কে বুঝবে ওদের ভাষা। আকারে ইঙ্গিতে চেষ্টা হলো, ফল হলো না। সোজা পথ ছেড়ে আমাকে একটু ঘোরা পথে যেতে হলো, ফলে ইজিপসিয়ানী সাঁতারু – এ কামরুদ্দীন সোজা পথে গিয়ে প্রথম হলো। ঘোরা পথে গিয়ে যখন লক্ষ্যে পৌঁছলাম তার ৪ মিনিট আগেই কামরুদ্দীন পৌঁছে গেছে। আমি দ্বিতীয় হলাম। ফিরে এলাম ডোভারে। অপেক্ষা চ্যানেল অতিক্রমের চূড়ান্তক্ষণটির। প্রস্তুতি চলতে লাগলো। অগাষ্টের ১৮ (১৯৫৯) তারিখ ডোভার থেকে বাস, তারপর প্লেনে করে চ্যানেল ক্রস করে ওপারে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করলাম। বিশ্রাম শেষে রাত ১২টার সময় আমাদের ডেকে তোলা হলো। যাই হোক মায়ের নাম স্মরণ করে বের হলাম। বাইরে কাতারে কাতারে গাড়ি আর মানুষ। ছেলে বুড়ো সব মিলে দেখলাম বেশ বড় একটা মেলা বসেছে। তার মাঝে পুলিশ কর্ডন দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে প্রতিযোগীদের। আমরা ড্রেস করছি, কেউ বা গরম করে নিচ্ছে। ওরই ফাঁকে খবরের কাগজের লোক, রেডিও-র প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দেশের সাঁতারুদের কাছে যায়, সাক্ষাৎকার নেয় — আমার দিকে আর কেউ আসে না। শেষ পর্যন্ত এক বৃদ্ধ সাংবাদিক আমার দিকে ধীরে সুস্থে এগিয়ে এলো — 'তুমি কিছু বলবে ?' রাগ চেপে বললাম, না — আমার বলার কিছু নেই। আমি শুধু দেশবাসীর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ চাই। ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে ফিরে গেলো। হুইসেল বাজালো। অস্বাভাবিক উত্তেজনা অনুভব করছি। আমার নম্বর ১৯।

যাত্রা শুরুর সংকেত হিসেবে গর্জে উঠলো পিস্তল। শুরু হলো সাঁতার। ৩০ মিনিট – ৪৫ মিনিট সাঁতার কাটার পর কে কোথায় গেলো তা বোঝার উপায় নেই। আমি সাঁতরে চলেছি। সাঁতারুরা সাঁতার শুরু করার পর আধ ঘণ্টা পরপর সাঁতারুর পজিশনে ওয়ারলেসে কন্ট্রোল রুমে পাঠাচ্ছে। কোনো জরুরী বার্তা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য প্রতি সাঁতারুর সামনে লঞ্চে ওয়ারলেস অপারেটর আছে। কন্ট্রোল রুমে আছে একটা বিরাট বোর্ড। সেই বোর্ডে সাঁাতারুদের নাম আছে। সঙ্গে নম্বর। আধ ঘণ্টা পরপর কতো নম্বরের সাঁতারু কি অবস্থায় আছে তা বোর্ডে দেখানো হচ্ছে। শুরুর আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত ১৯ নম্বর অর্থাৎআমি সকলের চেয়ে এগিয়ে রইলাম। কিন্তু পরবর্তীতে তারা আমাকে হারিয়ে ফেললো। আমি বোর্ডে Lost হয়ে গেলাম। এদিকে আমি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর দেখি সব অন্ধকার। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মাঝামাঝি সময়। রাতও বুঝি শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। থিক্‌থিকে কুয়াশা। কোথায় লঞ্চ, কোথায় বোট। একটা আবছা অন্ধকারে ষ্টীমারের আলো দেখে তাকে অনুসরণ করে চলেছি। ষ্টীমারের খুব কাছেও যাওয়া যায় না, তাতে অসুবিধা মাঝে কিছু সময় চোখ বন্ধ করে সাঁতার কাটতে গিয়ে বিপত্তি। চিৎকার করে ডাকলাম কিন্তু কোনো সাড়া নেই। বুঝতে পারলাম অন্ধকার কুয়াশা ও প্রচণ্ড স্রোতে ছন্নছাড়া হয়ে গেছি। ভগবানের অশেষ করুণা বেশ কিছুক্ষণ পরে একটা লঞ্চ যেন চোখে পড়লো। তখনও কুয়াশা, গুরুত্ব বজায় রেখে এগিয়ে চলেছি। একসময় কুয়াশা কেটে গেলো। চিৎকার করে উঠলাম। দেখতে পেলাম কূল।

বিপুল উদ্দাম ও উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে চললাম। প্রচণ্ড একটা ঢেউ আমাকে তীরে পৌঁছে দিলো। এভাবে পার হলাম ইংলিশ চ্যানেল। মিশরের সাঁতারু আবদুর রহিম-এর ১৯৫০ সালে সবচেয়ে কম সময়ের রেকর্ড (১০ঘণ্টা ৫০) ভেঙ্গে গড়লাম নতুন রেকর্ড (১০ ঘণ্টা ৩৫ মিঃ) এটা ছিলো আরেকটা দুর্লভ অভিজ্ঞতা। পরিশেষে একটি রাজকীয় অভিজ্ঞতার কথা বলি, একবার একবার করে ৪ বার ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছি। '৬১ সালে রয়েল লাইফ সেভিং সোসাইটির সদস্য হলাম। অধিবেশনে যোগ দিতে লণ্ডন গেছি। রানী এলিজাবেথ উদ্বোধন করবেন। এলাহি ব্যাপার। ওখানে মাউন্ট ব্যাটনের সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন রানীর সঙ্গে। এক ফাঁকে নিরিবিলি গিয়ে সোফায় বসলাম। দেখি পাশেই প্রিন্স ফিলিপস। পায়ে চোট, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শুনেছিলাম ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে এই অবস্থা। হাঁটাচলা করতে পারছেন না। ভাবছি উঠে যাবো কিনা। ভদ্রলোক দু'চার কথা বললেন। ভালো লাগলো ব্যাপারটা বেশ রাজকীয়। এমন সময়ে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে হলরুমে ঢুকলেন। ফিলিপস একটু হেসে বললেন, যাও রাণী তোমায় ডাকছেন। রাণী ডাকছেন ?

রাণী ডাকছেন ? যাবার ইচ্ছে না থাকলেও গুটি গুটি গিয়ে দাঁড়ালাম, রাণীর সামনে। পাশেই মাউন্ট ব্যাটন। বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন – 'তুমি চারবার চ্যানেল সাঁতরে পার হয়েছো ?'

‘হ্যাঁ চারবার, আবারও চেষ্টা করবো’ বেশ জবরদস্ত কায়দা করে উত্তরটা দিলাম।

আবারও সাঁতারও কাটবে ? কিন্তু কেন ? রাণী প্রশ্ন করেন।

আমি চাইছি রেকর্ড করতে, সাঁতার কেটে চ্যানেল পার হওয়া — সেতো অনেকেই করেছে। উত্তরটা দিয়েই নিজে নিজে তারিফ করলাম। মনে মনে বললাম হু হু এরই নাম বাঙাল। তারপর তিনি শুভেচ্ছা জানালেন। নানা কথা জানতে চাইলেন এবং আমার সাফল্য কামনা করলেন। রেকর্ড করার পর তার টেলিগ্রাম-এর মাধ্যমে আবার তার অভিনন্দন পেলাম।

সাঁতার শিক্ষার সহজ উপায় কি ?

আসলে সাঁতার শিক্ষার জন্য সবচেয়ে জরুরী হচ্ছে সাহস। যিনি সাঁতার শিখতে চান তিনি প্রথমে সাহস সঞ্চয় করবেন পরবর্তীতে সাঁতার জানেন এমন কারো কাছে কিভাবে সঠিকভাবে সাঁতার কাটতে হয় তা দেখে নেবেন। তারপর নারিকেল বা টিউবের মাধ্যমে পানিতে ভেসে থেকে সাঁতার প্রশিক্ষণ নেবেন। তবে এক্ষেত্রে ভালো সাঁতার প্রশিক্ষকের কাছে শিখলে খুব তাড়াতাড়ি সাঁতার শেখা সম্ভব। সাঁতার শিক্ষার জন্য দুটি জিনিস দরকার তা হচ্ছে সাহস এবং সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ।